দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 16 JUL 2008
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

দাপট ॥ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে শিক্ষিকা লাঞ্ছিত

স্টাফ রিপোর্টার ॥ সচিবালয়ে এক মহিলা সিনিয়র সহকারী সচিব এক শিক্ষিকাকে লাঞ্ছিত করেছেন। মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এ ঘটনা ঘটেছে।

জানা গেছে, কুষ্টিয়ার কুলসুম বেগম তার ছোট ভাইয়ের সার্টিফিকেট সত্যায়িত করাতে পাস নিয়ে মঙ্গলবার দুপুরে সচিবালয়ে আসেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গিয়ে তিনি সত্যায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সিনিয়র সহকারী সচিব রায়না আহমদের কক্ষে যান। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১৭০৬ নং কক্ষে প্রবেশ করে দেখেন প্রশাসনিক কর্মকর্তার চেয়ারে বসে উক্ত সিনিয়র সহকারী সচিব কাজ করছেন। অপরিচিত হওয়ায় তিনি তাঁর কাছে জানতে চান, ম্যাডাম আছেন কিনা। এতে তিনি (সিনিয়র সহকারী সচিব) মাইন্ড করে বলেন, কাকে চান আপনি। এতে বুঝতে পেরে কুলসুম বেগম বলেন, ম্যাডাম আমি আপনার কাছে এসেছি সার্টিফিকেট সত্যায়িত করাতে।

জবাবে উক্ত কর্মকর্তা বলেন, আপনাকে এখানে কে আসতে বলেছে। গেটে জমা দিয়ে যান। আগামীকাল এসে নিয়ে যাবেন। জরুরী প্রয়োজন বলে বিষয়টি নিয়ে তিনি অনুরোধ করেন। কর্মকর্তা তখন বলেন, আমি কাজ করছি আমাকে ব্যাঘাত করবেন না। কুলসুম বেগম তখন বলেন, সার্টিফিকেট সত্যায়িত করাটাও তো আপনার একটা কাজ। এর জন্য মন্ত্রণালয় তো আপনাকে 'অথরাইজ' করেছে। এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত কর্মকর্তা ক্ষুব্ধ হয়ে শিক্ষিকাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেন।

এ সময় তাঁর রুমে অন্য কোন লোক না থাকায় শিক্ষিকা উচ্চবাচ্য না করে সোজা বেরিয়ে লিফট দিয়ে নেমে যান। নিচে নেমে পরিচিত এক কর্মকর্তাকে পেয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি কেঁদে ফেলেন।

কুলসুম বেগম জনকণ্ঠকে বলেন, তাঁকে রুম থেকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে। তিনি কুষ্টিয়ায় একটা কিন্ডারগার্টেন স্কুলে শিক্ষকতা করতেন।

এ ব্যাপারে সিনিয়র সহকারী সচিব রায়না আহমদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ঘটনার সত্যতা অস্বীকার করেন। ভিকটিম কুলসুম বেগমের এ অভিযোগ তুলে ধরলে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আপনি সচিবের সঙ্গে কথা বলেন। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একাধিক কর্মকর্তা তাঁর ব্যবহার অত্যন্ত খারাপ বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁরা বলেন, তিনি বাইরের লোকের সঙ্গে খারাপ আচরণ করবেন এটা স্বাভাবিক ঘটনা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোন কোন যুগ্ম সচিবকেও তিনি পাত্তা দেন না। তাঁর ব্যবহারের কারণে অন্য দফতরের কোন পিয়নও তাঁর কাছে যেতে চায় না।